তারিখ 17 FEB 2017
পৃ: ২ কলাম ৫

জিপিএ ৫ গোপন করে তারা ফের পরীক্ষার্থী!

■ মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি

নওগাঁর মান্দায় তথ্য জালিয়াতির মাধ্যমে ফের রেজিস্ট্রেশন করে এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণ করেছে ১০ শিক্ষার্থী। ২০১৬ সালের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও এসব পরীক্ষার্থীর নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে একই বিদ্যালয় থেকে। ওই শিক্ষার্থীরা এবার এসএসসি পরীক্ষাও দিচ্ছে। উপজেলার জোতবাজার আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, ছাত্রীদের উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাৎ অথবা স্কুলের ভালো ফল দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্টরা এ অনিয়মের আশ্রয় নেয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় জোতবাজার আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে হাবীবা খাতুন, পপি খাতুন, রোশেদা খাতুন, ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

জিপিএ ৫ গোপন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

আঁখি খাতুন, আল্পনা, মাহমুদা আক্তার ও জাহানারা খাতুন এবং মানবিক বিভাগ থেকে আফরোজা খাতুন, রাশিদা খাতুন ও নাসিমা খাতুন অংশ নেয়। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল তারা। বিজ্ঞান বিভাগে ছয়জন জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। বাকি চারজন পাস করেছে এ গ্রেডে। বর্তমানে তারা উপজেলার জোতবাজার মহিলা কলেজ, মান্দা থানা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, চককামদেব বিএম কলেজ ও বিএনবি আইডিয়াল কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে।

কলেজে পড়া এই ছাত্রীদের জোতবাজার আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে আবারও নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন বলে জানা গেছে। কালিকাপুর-চককালিকাপুর কেন্দ্রের ৪ ও ৬ নম্বর কক্ষে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে।

অভিযোগের সূত্র ধরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়সাল আহমেদ গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রটিতে অভিযান চালান। দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া এসব শিক্ষার্থীর তথ্য প্রমাণ নিশ্চিত হয়ে তিনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বিষয়টি তাৎক্ষণিক অবহিত করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়সাল আহমেদ জানান, আগের পরীক্ষা পাসের তথ্য গোপন করে ১০ শিক্ষার্থীর দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে। বিষয়টি পরীক্ষা নীতিমালার পরিপন্থী। এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান ছাত্রীকে যৌন হয়রানির ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে নওগাঁ জেলহাজতে রয়েছেন। তার অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।